লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে জমিয়াতুল মোদাররেছীনের উদ্যোগে বৃত্তি পরীক্ষার সনদ ও পুরস্কার বিতরণ

রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির ঊর্ধ্বে থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা পরিচালিত হলে ইসলামী মূল্যবোধের সুফল পাওয়া যাবে

–আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীন

দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা

–আলহাজ প্রফেসর মোঃ ইউসুফ

লক্ষ্মীপুর থেকে হোসাইন আহমদ হেলাল : বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আলহাজ প্রফেসর মোঃ ইউসুফ বলেছেন, ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল আরবী। এরপর পিছিয়ে যেতে থাকে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। আশার কথা হচ্ছে দু'শ বছর পর আমরা পূর্বের সেই অবস্থায় ফিরে আসছি। দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভে বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষাই হলো সর্বোত্তম শিক্ষা ব্যবস্থা। তিনি গত রোববার রামগঞ্জ উপজেলা জমিয়াতুল মোদাররেছীনের উদ্যোগে জিয়া শপিং কমপ্লেক্স কমিউনিটি সেন্টারে মাদ্রাসা বৃত্তি পরীক্ষার সনদ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীন বলেছেন, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া একসময় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল স্বপ্ন। এখন তা স্বপ্ন নয়, বাস্তব। আমাদের সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। ইনশাআল্লাহ আগামী দিনে আলেমরাই হবে দেশের কাণ্ডারী।

মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, সরকারের সচিব, উপসচিব পর্যায়ে অনেকেই আছেন, মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত। তবে তাঁদের মাদ্রাসা ও জেনারেল দু'দিকেই পড়তে হয়েছে। কিন্তু এখন যারা মাদ্রাসার ছাত্র তাদের দু'দিকে পড়ার দরকার হবে না। শুধু মাদ্রাসা পড়েই তাদের সচিব, উপসচিব হওয়ার সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, কলেজের একজন প্রভাষক সরকারী যে বেতন স্কেল ভোগ করছেন একজন মাদ্রাসা প্রভাষকও একই সুযোগ ভোগ করছেন। সরকারী সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষকরাও হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু পিছিয়ে। তবে আস্তে আস্তে তাও পূরণ হবে। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, আমার অনুরোধ কোনো মাদ্রাসা থেকে যেন শূন্য পাস না হয়। এটি সত্যিই লজ্জাকর। [illegible] আপনাদের আরো যত্নবান হতে হবে। তিনি বলেন, আল্লাহপাক আমাকে আপনাদের চৌকিদার বানিয়েছে। আপনারা দোয়া করবেন সেই চৌকিদারির দায়িত্ব যেন সঠিকভাবে পালন করতে পারি। মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান আরও বলেন, বেসরকারী সকল শিক্ষকরাই মরহুম মাওলানা এ এম মান্নান সাহেবের (রঃ) নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশ করে বলেন, মুসলমানদের সন্তানদের বুঝিয়ে দ্বীনি শিক্ষার দিকে আনা আপনার আমার সকলের দায়িত্ব।

জমিয়াতুল মোদাররেছীনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীন বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে এক সময় রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এখন সেই সুযোগ নেই। রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির ঊর্ধ্বে থেকে নির্দলীয়-নিরপেক্ষভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা পরিচালিত হলে ইসলামী মূল্যবোধের সুফল পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীন শুধু মাদ্রাসা শিক্ষকদেরই সংগঠন নয়; এটি সকল আলেম-মাশায়েখ, পীর, দরবার শরীফ, কাজী সকলের সংগঠন। আমাদের সকলেরই প্রতিটি পদক্ষেপ হবে নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক। জনাব বাহাউদ্দীন বলেন, জমিয়াতুল মোদাররেছীন শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ নিয়ে কাজ করছে, ভবিষ্যতেও করবে। কোন রাজনৈতিক দলকে সাপোর্ট দেয়া, রাজনৈতিক এমপি, মন্ত্রী বানানো জমিয়তের কাজ নয়। কোন পেশাজীবী সংগঠন রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি হলে কখনো দাবী আদায় সম্ভব নয় এবং সেটি হবে ঐ রাজনৈতিক দলের অঙ্গ-সংগঠন। তিনি শিক্ষক-ছাত্রদের উদ্দেশ করে বলেন, একজন মাদ্রাসা শিক্ষক ও একজন মাদ্রাসা ছাত্র সমাজের একজন ইমাম, পথপ্রদর্শক।

ইনকিলাব সম্পাদক বলেন, রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি কোন পেশাজীবী সংগঠনকে সহযোগিতা করেনি বরং ব্যবহার করেছে। ইতিহাস এসবের সাক্ষী। তিনি বলেন, রাজনৈতিক আশীর্বাদপুষ্ট বা পালিত সংগঠনের নেতা সমাজে চিহ্নিত। তাই সমাজের একক সম্মান তারা কখনো পায় না। জমিয়াতুল মোদাররেছীন কখনো কোন রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি ছিল না, ভবিষ্যতেও হবে না। এককভাবে ইসলামী মূল্যবোধকে সামনে রেখে মানুষের সেবা করে যাবে ইনশাআল্লাহ। যারা রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি করেছে তারা এখন [illegible] আমরা সব সময় আছি এবং থাকবো ইনশাআল্লাহ। ইনকিলাব সম্পাদক মাদ্রাসা [illegible] ছাত্রদের উদ্দেশ করে বলেন, বর্তমানে বিপ্লব এসেছে মাদ্রাসা শিক্ষায়। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠানকে মান-সম্মত করতে হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাবী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তবেই সুশাসন নিশ্চিত হবে, দেশ উপকৃত হবে, মানুষ সুফল পাবে, আখেরাত কামিয়াবী হবে। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমে সিভিল সোসাইটিকে কাজে লাগাতে পারলেই সর্বক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ প্রাধান্য পাবে।

আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীন বলেন, বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক পরাশক্তি চীনে খ্রিষ্টানরা প্রভাব বিস্তার লাভ করতে যাচ্ছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী মিয়ানমার ও ভারতেও পরিকল্পিতভাবে খ্রিষ্টানরা কাজ করছে। খ্রিষ্টানরা যেভাবে এর পিছনে অর্থ ও মেধা ব্যয় করছে তাতে করে আগামী ২০ বছর পর বিশ্বের অনেক দেশই খ্রিষ্টান দেশে পরিণত হবে। তিনি বলেন, স্বকীয় ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাবেই চীন ও মিয়ানমারের মতো দেশে খ্রিষ্টানরা ধর্মীয় আগ্রাসন চালানোর সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের বাংলাদেশকে এ আগ্রাসন হতে বাঁচাতে হলে আমাদের ইসলামী মূল্যবোধ ও ভাবাদর্শিত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি বলেন, খ্রিষ্টানরা যেখানে ধর্মের প্রচার প্রসারে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করছে সেখানে আমাদের দেশে একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দল ইসলামী ভাবাদর্শ প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত পীর-মাশায়েখ ও দরবার শরীফের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। তিনি বিভ্রান্তকারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে মুসলমানদের সজাগ থাকার আহবান জানান। ইনকিলাব সম্পাদক আরো বলেন, আকাশ সংস্কৃতির মাধ্যমে বিজাতীয়রা আমাদের ইসলামী মূল্যবোধের ওপর কুঠারাঘাত চালাচ্ছে। আমাদের দেশের স্কুল কলেজের ছেলে-মেয়েরা সারারাত বিভিন্ন টিভি চ্যানেল দেখে এরপর দিনের ১২টায় ঘুম থেকে উঠে। [illegible] নিকট ওকরিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের অন্তত ৯৫ [illegible] আকাশ সংস্কৃতির এ কুপ্রভাব থেকে মুক্ত।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ঢাকায় স্থানান্তরই শুধু নয়, খুব শীঘ্রই আমরা স্বতন্ত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ও দেখতে পাবো ইনশাআল্লাহ।

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক আলহাজ মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও শিক্ষার অনুরাগ সৃষ্টি করার জন্য রামগঞ্জ উপজেলা জমিয়াতুল মোদাররেছীনের উদ্যোগে বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। তিনি বলেন, সরকারের দিকে না তাকিয়ে স্ব-উদ্যোগে এমন দৃষ্টান্ত দেশের সকল উপজেলা ও জেলায় চালু করা দরকার। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষকদের উদ্দেশ করে বলেন, কি ছিলাম আজ আমরা কোথায় পৌঁছেছি। আজ মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন স্কেল আর বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বেতন স্কেল এক হয়েছে এবং স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও ইসলামী ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি একজন মাদ্রাসা শিক্ষকের বক্তব্য উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, বউয়ের লাল শাড়ি, ছেলের এ্যাংকর দুধ এবং হাতের মোবাইল জুটেছে উপ-মহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার মরহুম আলহাজ্ব এম এ মান্নানের সুনেতৃত্বের বদৌলতে। আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করতে হবে আমাদের। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষকদের ইসলামী ওয়ার্ল্ডের জন্য পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার মধ্য দিয়ে দুনিয়া পরিচালনা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিয়ে আখেরাত কামাই করতে হবে। তিনি বলেন, একটি কুচক্রীমহল আমাদের দু'টি বিভক্ত দলে পৃথক করতে চেয়েছিল। এমনি মুহূর্তে মরহুম মাওলানা এম এ মান্নানের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীনকে দায়িত্ব নিতে বাধ্য করা হয়। তিনি দায়িত্ব নেয়ার পর কুচক্রীমহলের সে ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। তিনি বলেন, অধিকার কেউ দেয় না। অধিকার ছিনিয়ে আনতে হয়, এ জন্য একক ঐতিহ্য বহনকারী জমিয়াতুল মোদাররেছীনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের কেন্দ্রীয় মহাসচিব আলহাজ মাওলানা সাব্বির আহমদ মোমতাজী বলেন, জমিয়াতুল মোদাররেছীন আল্লাহর ওলিদের গড়া সংগঠন। কেউ এর ক্ষতি করতে পারবে না। মরহুম মাওলানা এম এ মান্নান সাহেব মাদ্রাসা শিক্ষার ৭৫ ভাগ কাজ শেষ করেছেন। বাকি ২৫ ভাগ কাজ তারই যোগ্য উত্তরসূরি আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীন সাহেবের নেতৃত্বে সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন, আমাদের চেয়ারম্যান বাহাউদ্দীন সাহেব ৮টি দরখাস্ত নিয়ে শিক্ষা সচিবের কাছে আমাকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। [illegible] আপনাদের সমস্যা সমাধান আমরা করবো ইনশাআল্লাহ। একটি মহল ষড়যন্ত্র করেছিলেন যে, মাদ্রাসা ছাত্ররা যাতে মাথাউঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। জমিয়াতুল মোদাররেছীন সেসব ষড়যন্ত্রকে রুখে দিয়ে সামনে এগিয়ে চলছে। আমরা কাজে বিশ্বাসী, কথায় নয়। জমিয়াতুল মোদাররেছীন কোন রাজনীতি করে না; রাজনীতি করার আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাদের নেই। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষকদের উদ্দেশ করে বলেন, এখন লেখা-পড়ার মান বাড়াতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত হতে হবে, ভাল কাজ করতে হবে, পড়তে হবে, বুঝতে হবে, তবেই এর ফজিলত দুনিয়া ও আখেরাতে পাওয়া যাবে।

রামগঞ্জ উপজেলা মোদাররেছীনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলহাজ মাওলানা সুলতান আহমদ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের ইতিহাস তুলে ধরে মাদ্রাসা শিক্ষকদের জমিয়াতের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান। রামগঞ্জ উপজেলা জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বৃত্তি পরীক্ষা কমিটির আহবায়ক খাতুনে জান্নাত মাদ্রাসার সুপার মাওলানা মোঃ মুরাদ হাছান তার বক্তব্যে নিবন্ধনের জটিলতা নিরসনে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রামগঞ্জ উপজেলা জমিয়াতুল মোদাররেছীনের যুগ্ম সম্পাদক ও রামগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসার [illegible] মাওলানা মোঃ [illegible] উদ্দিন মাদ্রাসা শিক্ষকদের ঐতিহ্য ও একক সংগঠন জমিয়াতুল মোদাররেছীনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরে মাদ্রাসা শিক্ষকদের বিভ্রান্ত না হওয়ার আহবান জানান। দারুল-ফালাহ মাদ্রাসার শিক্ষক [illegible] মাওলানা মোঃ ফারুক বলেন, জমিয়াতুল মোদাররেছীন মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রাণের সংগঠন, এর ঐতিহ্য ধরে রাখা মাদ্রাসা শিক্ষকদের ঈমানী দায়িত্ব। রামগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুক্তিযোদ্ধা এবং ফাইটস্ নেতা মোঃ হুমায়ুন কবির বলেন, সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা জনগণের কথা বলে। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষকরা সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি। তাদের রাজনীতিমুক্ত থেকে তাদের অরাজনৈতিক সংগঠন জমিয়াতুল মোদাররেছীনের আদর্শ ও পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তবেই তাদের সম্মান রক্ষা পাবে।

রামগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মোঃ রেজাউল হক বলেন, জমিয়াতুল মোদাররেছীন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন। মাদ্রাসা শিক্ষার মানউন্নয়ন ও শিক্ষকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা এ সংগঠনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়েছে। যার সুফল শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীরা ভোগ করছেন, তাই দলমত নির্বিশেষে এ সংগঠনকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা উচিত। রামগঞ্জ পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তার বক্তব্যে বলেন, মাদ্রাসা সংগঠন বলতে আমরা জমিয়াতুল মোদাররেছীনকে চিনি এবং এর কাণ্ডারী ছিলেন উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মরহুম আলহাজ মাওলানা এম এ মান্নান। আর তারই প্রতি দৈনিক ইনকিলাব স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত। আমরা আশা করবো মরহুম পিতার যোগ্য উত্তরসূরি আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীন অতীতের সকল ঐতিহ্য অব্যাহত রাখবেন এবং দেশ, জাতিকে তার লেখনীর মাধ্যমে সঠিক দিকনির্দেশনা দেবেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতির বক্তব্যে রামগঞ্জ উপজেলা জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সভাপতি ও নাগমুদ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মোঃ মনিরুল আলম বলেন, জমিয়াতুল মোদাররেছীন কোন রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল না ভবিষ্যতেও থাকবে না, এটি মাদ্রাসার সকল শিক্ষকের প্রাণের সংগঠন।

এর আগে ইনকিলাব সম্পাদক আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীন উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম লক্ষ্মীপুরের মহেশপুরনিবাসী লক্ষ্মীপুর আলীয়া ও নোয়াখালী ইসলামী আলীয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন মুহাদ্দিস, সিরাজগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ও সিরাজগঞ্জ জেলা জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সাবেক সভাপতি মাওলানা দলিলুর রহমান (রঃ)-এর কবর জিয়ারত করেন। এরপর তিনি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ইউসুফ লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার রাধাপুর দারুল উলুম পরিদর্শন করেন এবং মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন। এসময় মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। পরে তারা উত্তর হামছাদী নূরুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা পরিদর্শনে যান। সেখানেও শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীরা অতিথিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। এরপর বিকেলে রামগঞ্জ মোহাম্মদীয়া এতিমখানা ও কমপ্লেক্স পরিদর্শনে যান অতিথিরা। এসময় ঘনিয়া দরবার শরীফের পীর আলহাজ মজিবুল হক অতিথিদের [illegible]